কলকাতার উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার)

<u>আপীল বিভাগ</u>

বর্তমানঃ

বিচারপতি চম্পা দত্ত (পল)

২০১৯ সালের সি. আর. আর ১৪১৭

ইন্দ্রনীল অধিকারী

বনাম

শ্রীমতী অরুণিমা অধিকারী এবং আরকেজন

আবেদনকারীর জন্য	: শ্রী পার্থ প্রতিম দাস, শ্রী মোনজিৎ চক্রবর্তী, শ্রী দেব কুমার শর্মা।
বিরোধী দল নং ১ জন্য	: কোনটিই নয়।
রাষ্ট্রের জন্য	: কোনটিই নয়।
শুনানি শেষ হয়েছে	: ০৫.০৯.২০২৩
বিচার	: ২৯.০৯.২০২৩

<u>বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল) :</u>

১) ফৌজদারি আপিল নং ৬৭/২০১৮-এ হাওড়ার প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ শ্রীমতী সরবানী মল্লিক কর্তৃক গৃহীত ২৩.০৪.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে বর্তমান সংশোধনটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২) আবেদনকারী/স্বামীর মামলাটি হল যে বিপরীত পক্ষ নং ১ বিজ্ঞ ৫ তম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত কর্তৃক পাস করা ২৩.০২.২০১৫ তারিখের আদেশ কার্যকর করার জন্য ২০১৯৫-এর ২৮১ নং কার্যকরী মামলা দায়ের করেছে। পারিবারিক সহিংসতা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫-এর অধীনে মামলা নং ১৭০/২০২৪ আবেদনকারী উক্ত কার্যকরী মামলার নোটিশ পাওয়ার পরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ৫০,০০/- টাকা অর্থ প্রদান করছিলেন এবং বিরোধী পক্ষ নং ১ রক্ষণাবেক্ষণের আরও বকেয়া যোগ করার জন্য উক্ত কার্যকরী মামলায় আরও ৫০,০০০/- টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা) আবেদন দাখিল করতেন।

৩) উক্ত ফাঁসির নোটিশ পাওয়ার পর আবেদনকারী হাজির এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিপরীত পক্ষ পরিশোধ করা হয় নং ১ যোগ করার জন্য উল্লিখিত কার্যকরী মামলায় আরও আবেদন ফাইল করতে ব্যবহৃত হয় রক্ষণাবেক্ষণের আরও বকেয়া।

৪) উক্ত কার্যকরী মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন, আবেদনকারী ১৮.০৮.২০১৭-এ একটি দুর্ভাগ্যজনক গুরুতর বাস দুর্ঘটনার শিকার হন এবং যার কারণে তাঁর উভয় পা ভেঙে যায় এবং যথেষ্ট সময়ের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন এবং তাঁর উভয় পায়ে অস্ত্রোপচার করা হয় কিন্তু ব্যর্থ হন এবং তিনি তাঁর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও জীবন ফিরে পেতে পারেননি, তাকে তার দায়িত্ব/চাকরিতে যোগ দিতে অক্ষম করে। আবেদনকারী বর্তমানে একজন শয্যাশায়ী ব্যক্তি এবং একা দাঁড়াতে এবং হাঁটতে অক্ষম। তাকে একটি মেডিকেল বোর্ডে পাঠানো হয়েছিল এবং আবেদনকারীর পক্ষে একটি প্রতিবন্ধী/প্রতিবন্ধী শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল।

৫) এটি বলা হয়েছে যে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র প্রদানকারী মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তার, প্রত্যয়িত করেছেন যে অক্ষমতা কোনও ধরণের চিকিৎসায় সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং অক্ষমতা ৬০ শতাংশ ছিল এবং আবেদনকারী কোনও সহচরের সহায়তা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবেন না।

৬) এটি আরও বলা হয়েছে যে আবেদনকারী একজন সক্ষম ব্যক্তি নন এবং ব্রিটিশ বায়োলজিকাল-এ তাঁর কাজে যোগ দিতে অক্ষম যেখানে তিনি বিক্রয়/বিপণন নির্বাহী হিসাবে কাজ করতেন এবং সেই কারণে আবেদনকারী ইতিমধ্যে একটি বিবিধ মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং ১২৭ ২০১৮ সালের উল্লিখিত রক্ষণাবেক্ষণ আদেশ প্রত্যাহার/বাতিল করার জন্য, যা হাওড়ার বিজ্ঞ ৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

৭) ২৫.০৪.২০১৮ তারিখে, আবেদনকারী উক্ত মৃত্যুদণ্ডের মামলায় ২০.০৪.২০১৮ তারিখের একটি মেডিকেল শংসাপত্রের সাথে সংযুক্ত অর্থ প্রদানের জন্য সময়ের আবেদন সহ একটি মুলতুবি আবেদন দায়ের করেছিলেন, তবে এটি বিজ্ঞ আদালত দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ৫ হাওড়ার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরাসরি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

৮) যে ২৫.০৪.২০১৮ তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারী এর আগে পারিবারিক সহিংসতা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইনের ২৯ ধারার অধীনে একটি ফৌজদারি আপিল নং ৬৭/২০১৮ পছন্দ করেছিলেন , বিজ্ঞ আদালত হাওড়ার জেলা বিচারক।

৯) পরবর্তীকালে উক্ত ফৌজদারি আপিল নং ৬৭/২০১৮ কে বিজ্ঞ আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়। এর জন্য হাওড়ার প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক নিষ্পত্তি এবং ২৩.০৪.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং আদেশের কার্যকরী অংশটি হলঃ-

" বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত ২৫.০৪.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশ; ৫" বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাওড়া আদালত। এক্সিকিউশন মামলা নং ২৮১/২০১৫ এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

আবেদনকারী/স্বামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক, যদি সেই মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে বকেয়া রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণের ২৫ শতাংশ উত্তরদাতা/স্ত্রীর পক্ষে প্রদান করা হয়।

১০) ফৌজদারি আপিল নং ৬৭/২০১৮-এ হাওড়ার প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ শ্রীমতি সরবানী মল্লিক কর্তৃক প্রদত্ত ২৩.০৪.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারী তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি পছন্দ করেছেন।

১১) আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী পার্থ প্রতিম দাস বলেছেন যে, বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং ফার্স্ট আপিল কোর্ট ঘরোয়া সহিংসতা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা বিধিমালা, ২০০৬-এর বিধি ৬ (৫) এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ১২৫ (৩)-এর বিধানগুলিকে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১২) উভয় আদালতই এই সত্যটিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে আবেদনকারী একজন দক্ষ শারীরিক ব্যক্তি নন এবং তার উপার্জনের ক্ষমতা নেই।

১৩) বিজ্ঞ আপিল কোর্টের অক্ষমতা/প্রতিবন্ধী শংসাপত্রটি বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং সেই ভিত্তিতে, রক্ষণাবেক্ষণের ২৫ শতাংশ বকেয়া প্রদানের কোনও শর্ত না রেখে ২৫.০৪.২০১৮ তারিখের উক্ত আদেশটি বাতিল করা উচিত ছিল কিন্তু তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

১৪) ২৫শে এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে ট্রায়াল কোর্ট/এক্সিকিউটিং কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশটি অবৈধ, আইনের দৃষ্টিতে খারাপ, বিকৃত এবং এখতিয়ারবিহীন এবং তাই নিঃশর্তভাবে বাতিল করা যেতে পারে।

১৫) ২৫.০৪.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশটিও বাতিল করা যেতে পারে এবং হাওড়ার বিজ্ঞ ৫ তম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন বিবিধ এক্সিকিউশন মামলা নং ২৮১/২০১৫-এর পুরো কার্যক্রম বাতিল করা যেতে পারে।

১৬) পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও, তারা শুনানির সময় উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৭) আবেদনকারীর যুক্তি হল যে তিনি একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সমর্থনে ২৭.১০.২০১৮ তারিখের অক্ষমতা শংসাপত্রের একটি অনুলিপি দাখিল করেছেন, যেখানে দেখা যায় যে আবেদনকারী/স্বামী ৬০ শতাংশ স্থায়ী অক্ষমতায় (বাম পা) ধরা পড়েছে এবং তিনি সহচরের সহায়তায় ভ্রমণ করতে পারবেন না।

১৮) কিন্তু বর্তমান রিভিশনটি আপিল আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে একটি বিবিধ মৃত্যুদণ্ডের মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপীল থেকে নারী সুরক্ষার অধীনে একটি কার্যধারায় গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন।

১৯) একটি নীতিগত মামলায় আদেশ কার্যকর করার জন্য একটি মৃত্যুদণ্ড দায়ের করা হয়। আদালতের আদেশ কার্যকর করার পদক্ষেপ নেওয়ার সময় আদালত কেবল আদেশ কার্যকর করতে এগিয়ে যায় এবং আদেশের বৈধতা নির্ধারণ করে না।

২০) যে আদেশটি কার্যকর করা হচ্ছে তার তারিখ ২৫.০৪.২০১৮ একটি কার্যকরকরণ কার্যধারায় এক্সিকিউশন মামলা নং ২২৮১/২০১৫।

২১) অক্ষমতা শংসাপত্রটি ২৭.১০.২০১৮-এ জারি করা হয়েছে।

২২) স্বীকারযোগ্যভাবে আবেদনকারীর অক্ষমতা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে তার দুর্ঘটনার আগে পর্যন্ত আবেদনকারী যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ প্রদান করছিলেন।

২৩) কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে এই ধরনের কার্যধারায় পরিবর্তন ইত্যাদির জন্য যে কোনও আবেদন আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে একটি পৃথক কার্যধারার মাধ্যমে করতে হবে (এখানে ২০১৮ সালের বিবিধ ১২৭ নম্বর আবেদনকারী কর্তৃক প্রত্যাহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ আদেশ বাতিলের জন্য আবেদন করা হয়েছে যা বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৫ম আদালত, হাওড়ার সামনে বিচারাধীন রয়েছে), যা আদালত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুসারে বিবেচনা করবে (*রজনীশ বনাম নেহা*, (২০২১) ২ এসসিসি ৩২৪)।

২৪) এইভাবে সংশোধনের আদেশটি এমনভাবে সংশোধন করা হয়েছে যে বকেয়া রক্ষণাবেক্ষণের ২৫ শতাংশ প্রদানের নির্দেশটি আলাদা করে রাখা হয়েছে।

২৫) হাওড়ার ৫ম আদালতের বিদ্বান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে ৬ মাসের মধ্যে ২০১৮ সালের বিবিধ মামলা ১২৭ নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইন অনুসারে এই আদেশের তারিখ থেকে।

২৬) ২০১৯ সালের সিআরআর ১৪১৭ সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৭) সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২৮) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

২৯) এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হবে।

৩০) এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সরবরাহ করা হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর দ্রুত।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly